ইত্তেফাক

005

তারিখ 04-NOV-1985
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

মেয়েদের কথা

শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রযাত্রা

(বিশেষ প্রতিনিধি)

উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আমাদের মেয়েরা এখন মেধা প্রতিযোগিতায় ছেলেদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। গত কয়েক বছরের তুলনায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণে মেয়েদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এ বছর এইচ, এস, সি, পাস করেছে ২০ হাজার ৯২৮ জন মেয়ে। অথচ ছেলেদের সংখ্যা তার চেয়ে তিন গুণ বেশী অর্থাৎ ৭২ হাজার ৮৪২ জন।

এক সরকারী তথ্যানুযায়ী জানা যায়, ১৯৫১ সালে যেখানে উচ্চমাধ্যমিক কলেজ ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১১,৪৯৩ জন, সেখানে ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৮৬ জন। ১৯৮০ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক কলেজ ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার ১৪০ জন, আর ছাত্রী-সংখ্যা ৫ হাজার ৫৪৭ জন।

সুতরাং ১৯৮৫ সালে ২০ হাজার ৯২৮ জন ছাত্রীর উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করায় বোঝা যায়, মেয়েদের এই অগ্রযাত্রা দ্রুততর হচ্ছে।

এবারের এইচ,এস,সি ফলাফলে আরও একটি চমকপ্রদ ঘটনা হচ্ছে, মানবিক বিভাগে মেয়েদের মেধা। এই বিভাগে দেশের চারটি বোর্ডে মেয়েরাই প্রথম হয়েছে। তাছাড়া এই বিভাগে প্রথম দশজন হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ঢাকা বোর্ডে নয়টি, রাজশাহী বোর্ডে আটটি, যশোর বোর্ডে পাঁচটি, কুমিল্লা বোর্ডে ছয়টি স্থান দখল করেছে মেয়েরা। এই বিভাগে মেয়েদের ফলাফল মেধাভিত্তিতে ছেলেদের চেয়ে ভালো।

সম্মিলিত মেধা তালিকায় দেখা যাচ্ছে, প্রথম বিশজনের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৬টি, যশোর বোর্ডে ১টি, কুমিল্লা বোর্ডে ৪টি ও রাজশাহী বোর্ডে ৪টি স্থান দখল করেছে মেয়েরা। অবশ্য সম্মিলিত মেধা তালিকায় বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরাই স্থান পেয়ে থাকে। কুমিল্লা বোর্ডে নায়না হোসেন সম্মিলিত মেধা তালিকায় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন, ঢাকার সাবিনা আখতার ইসলাম ষষ্ঠ হয়েছেন, রাজশাহীতে কল্যাণী রমা নাথ ৫ম হয়েছেন, যশোরে রিফাত সুলতানা একাদশ স্থান পেয়েছেন।

আমাদের দেশে নারীশিক্ষার প্রচলন শুরু হয় বিংশ শতাব্দীতে। নবাব ফয়জুন্নেসা প্রথম নারী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাগিদ অনুভব করেন। এরপর বেগম রোকেয়া নারীশিক্ষা ও নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীর জন্য তার ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি কোলকাতায় সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মুসলমান ছাত্রীদের শিক্ষালাভের পথ সুগম করেছিলেন।

এর বহু আগে এদেশে হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের মেয়েরা স্কুলে যাতায়াত এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে। ১৯০৬ সালে এদেশের প্রথম মুসলমান মহিলা রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরী ঢাকায় ইডেন গার্লস স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। তাঁর উপরের ক্লাসে কোন মুসলমান মেয়েকে তিনি দেখেননি। তাঁর নীচের ক্লাসে অবশ্য কয়েকজনকে পেয়েছিলেন। তিনি নিজেও এখানে বেশীদিন পড়াশুনা করেননি।

এরপর ফজিলাতুন্নেসার নাম আমরা শুনেছি। যিনি এদেশের মাষ্টার ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রথম বাঙ্গালী মুসলিম মহিলা। ১৯৪০ সালের পর থেকে মেয়েরা ব্যাপকহারে স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে থাকে। তখন প্রত্যেক জেলায় মেয়েদের স্কুল-কলেজ গড়ে ওঠে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের স্থান ছিল তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ। কিন্তু সেখানেও ছিল হাতেগোনা ছাত্রী সংখ্যা।

১৯৬০-৭০ এর পর থেকে মেয়েরা ব্যাপক হারে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে ভীড় জমায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। বিজ্ঞান, মানবিক ও চিকিৎসা ছাড়াও মেয়েরা কৃষি এবং প্রকৌশল শিক্ষাগ্রহণেও এগিয়ে আসে। প্রতিবছর দেশের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলো থেকে কয়েক হাজার ছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হচ্ছে এটাই আশার কথা। শুধুমাত্র মানবিক ও বিজ্ঞানে নয়, কৃষি, প্রকৌশল এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানেও মেয়েরা এখন শিক্ষিত হচ্ছে, পেশাগতভাবে তাকে গ্রহণ করছে এবং দেশের কল্যাণের কাজে লাগাচ্ছে।

এ'বছর যে ২০ হাজার ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেছে, তার মধ্যে সব ছাত্রীই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হবে না এ কথা সত্য। তবে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে যারা ইচ্ছুক, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং মেধাভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। মেডিক্যাল কলেজগুলোতে অবশ্য মেয়েদের জন্য ৩০ ভাগ কোটা থাকে। মেধাভিত্তিতে উত্তীর্ণ হলেও তাদের কোটায় ফেলা হয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০০-৬০০টি আসন থাকলেও ভর্তি হবার সুযোগ পায় ৪০-৫০টি মেয়ে। এখানে কোন কোটা নেই। মেধাভিত্তিতে নির্বাচন হয়ে থাকে। কৃষিতেও ভর্তি হবার সুযোগ সাধারণতঃ ৫ জন। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এভাবে মেধাভিত্তিতে ভর্তি হবার সুযোগ থাকে। অধিকাংশ ছাত্রীরই উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ মেলে না। কলেজে ভর্তি হয়ে কোনরকমে গ্রাজুয়েট হয়ে বেরোয়।

ঢাকার তিনটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রীর সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, 'এখন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা বড় কঠিন। প্রচুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পড়াশোনা ও পরীক্ষার চাপ। কিন্তু সুযোগ-সুবিধা খুব নগণ্য।' যারা আবাসিক ছাত্রী তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটাও একটা বিরাট সমস্যা-জনক। প্রায় সবাই নিজ রুমে রান্না করে খায়। এই খাওয়ার টেনশনে থাকতে হয় বলে সুস্থ ও স্বাভাবিক মন এবং শরীর নিয়ে তারা পড়াশুনা করতে পারে না। যারা অণাবাসিক ছাত্রী তাদের কাছেও যাতায়াত একটা বিরাট সমস্যা।

উচ্চ শিক্ষার্থী অধিকাংশ ছাত্রীরই বক্তব্য ঃ মেধাবী ছাত্রী বলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সুযোগ পাচ্ছি। নাহলে মফস্বলের সাধারণ কলেজে পড়তে হতো অথবা একদিনে বিয়ে করে গৃহিণী হতে হতো। ছাত্রীদের মাসিক ব্যয় খুব কম নয়। আবাসিক ছাত্রীদের টেনেটুনে ৭০০-৮০০টাকায় চলে। তবে ১০০০ টাকায় ভালো চলে যায়। অনাবাসিক ছাত্রীদের যাতায়াত ও দুপুরের খাবার খরচ সব মিলিয়ে প্রায় এরকমই পড়ে যায়। সুতরাং এতো টাকা খরচ করে পড়ানোর মত সঙ্গতি ও সাহস খুব কম অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব।

উচ্চশিক্ষা গ্রহণের দ্বার এখন আর উন্মুক্ত নয়। এই বন্ধ দ্বার খুলে ঢোকার জন্য ছেলেদের সাথে মেয়েদের এখন রীতিমত মেধা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হয়। যারা উত্তীর্ণ হন তারাই সৌভাগ্যবতী। দেশের জনগোষ্ঠির অর্ধেক নারী সমাজের এই অংশ মননে-চিন্তায়-মেধায় সচেতন হয়ে উঠুক এটাই আমাদের কামনা।